



99642 - ভিন্ন মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ: জায়যে ও হারাম রূপসমূহ

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু থেকে আমি ডলারে ঋণ নিয়েছিলাম। তাকে স্টোডরিয়ায় কয়েক দফায় ঠিকি ঐ সময়ের মূল্যে পরিশোধ করছি। এই কাজের হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মূল অবস্থা হলো: ঋণগ্রহীতা যে মুদ্রায় ঋণ নিয়েছেন সেই মুদ্রাতেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তবে যদি উভয়পক্ষ ঋণ পরিশোধের সময় ভিন্ন মুদ্রা গ্রহণে সম্মত হয় তাতে কোনও সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো স্টোডরিয়ায় পরিশোধের দনিরে মূল্যে হতে হবে। ঋণের সময় যে মূল্য ছিল সেই মূল্যে নয়। এটি প্রতিদফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উভয়পক্ষ ভিন্ন মুদ্রায় পরিশোধের দনিরে মূল্যে প্রদান করার ব্যাপারে সম্মত হতে পারবে।

আপনাকে জানতে হবে যে এই লেনদেনের হারাম রূপসমূহ তিনটি:

প্রথম রূপ:

ঋণের চুক্তির সময়ই উভয়পক্ষ ভিন্ন মুদ্রায় পরিশোধের ব্যাপারে সম্মত হওয়া। এটি হারাম। কেননা তখন লেনদেনের স্বরূপ এমন: নগদ মুদ্রাকে বাকীতে ভিন্ন মুদ্রার বিনিময়ে বক্রি করা। এটি **ربا النسيئة** তথা বলিম্বগত সুদের মধ্যে পড়ে। কারণ বিভিন্ন মুদ্রা বিনিময়ের শর্ত হলো সেগুলো হাতে হাতে হতে হবে। এর প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “সোনার দ্বারা সোনা, রূপার দ্বারা রূপা লেনদেনে (কম-বশেনা করে) একই রকমে সমপরিমাণে ও হাতে হাতে (অর্থাৎ নগদে বক্রি করবে)।... যদি ঐ জনিসিগুলোর প্রকার আলাদা হয় তখন নগদে তোমরা যতোবে ইচ্ছা সতোবে বক্রি কর।” [হাদীসটি মুসলিমি (১৫৭৮) বর্ণনা করেন উবাদাহ ইবনুস সামতে রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে]

আর বর্তমান মুদ্রাগুলো স্বর্ণ-রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত। তাই স্বর্ণ-রৌপ্য ক্ষেত্রে যে যে বধিান প্রযোজ্য এগুলোর ক্ষেত্রেও সেই সেই বধিান প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় রূপ:

লনেদনে চুক্তিকরার সময়ে তারা এ ব্যাপারে সম্মত না হয়ে ঋণ পরিশোধের সময় ভিন্ন মুদ্রায় পরিশোধের ব্যাপারে সম্মত হওয়া। কিন্তু উভয় পক্ষ ঋণ প্রদানের দিনের মূল্যের ভিত্তিতে এর মূল্য নির্ধারণ করা। পূর্ববর্তে রূপের মত এটিও হারাম। এমন লনেদনে হারাম হওয়ার পক্ষে ফকীহরা প্রসঙ্গি হাদীসটি দিয়ে দলীল প্রদান করছেন যেটি ইমাম আহমদ (৬২৩৯), আবু দাউদ (৩৩৫৪), নাসাঈ (৪৫৮২), তরিমযী (১২৪২) ও ইবনে মাজাহ (২২৬২) বর্ণনা করছেন: ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি (বলিম্ব) দীনারের বনিমিয়ে উট বক্রিকরতাম, আর মূল্য গ্রহণের সময় দরিহাম নতিম। আবার দরিহামের বনিমিয়ে বক্রিকরত দীনার নতিম। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন: “এরূপ গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই, তবে সদিনের বাজারদরে গ্রহণ করবে এবং এমন অবস্থায় তোমরা পরস্পর পৃথক হবে যে তোমাদের মাঝে কিছু বাকি নেই।” [হাদীসটি বিশেষ কিছু আলমে সহিহ বলে গণ্য করছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইমাম নববী, আহমদ শাকরি। কটে কটে ইবনে উমরের বক্তব্য হিসেবে এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা হিসেবে নয়। তাদের মাঝে রয়েছেন হাফযে ইবনে হাজার ও আলবানী। দেখুন: ইরওয়াউল গালীল (৫/১৭৩)]

হারাম হওয়ার ভিন্ন আরো একটি কারণ রয়েছে। সটেই হলো: আপনি যদি পরিশোধের দিনের চয়ে বেশি গ্রহণ করে থাকেন তাহলে এমন কিছু থেকে লাভ করলেন যার লোকসানের ঝুঁকি আপনি নেননি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু থেকে লাভ গ্রহণ করতে নিষিদ্ধ করছেন যার লোকসানের ঝুঁকি গ্রহীত হয়নি। [হাদীসটি সুনান প্রণেতা সহিহ সনদে বর্ণনা করেন]

তৃতীয় রূপ:

ঋণ পরিশোধের সময়ে উভয়ে ভিন্ন মুদ্রায় পরিশোধে সম্মত হওয়া। কিন্তু তারা উভয়ে এমন অবস্থায় পৃথক হয়ে যাওয়া যে তাদের মধ্যে কিছু বাকি রয়ে গেছে। যমেন: ঋণ যদি হয় এক হাজার ডলার এবং পরিশোধের সময় তারা সম্মত হয় যে পাউন্ডে পরিশোধ করবে। উদাহরণস্বরূপ: ৫০০০ পাউন্ড। এরপর ঋণদাতা তার কাছ থেকে ৪০০০ পাউন্ড গ্রহণ করে এবং ১০০০ পাউন্ড ঋণগ্রহীতার দায় থেকে যায়। এমনটি হওয়া জায়যে নেই। কারণ এক মুদ্রার সাথে অন্য মুদ্রার বনিমিয়ে শর্ত হলো সটো হাতে-হাতে নগদ হতে হবে; যমেনটা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ উপর্যুক্ত ইবনে উমরের হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: “শর্ত হলো তারা এমন অবস্থায় আলাদা হয়ে যাবে না যে, তাদের মাঝে কিছু বাকি রয়ে গেছে। কারণ দীনারের বনিমিয়ে দরিহামের লনেদনে হলো এক্সচেঞ্জ (মুদ্রার বনিমিয়ে মুদ্রা বক্রি)। এমন লনেদনে হাতে-হাতে হওয়া ছাড়া সঠিক নয়।” [আউনুল মা'বুদ গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত]

কিন্তু যদি কয়কে দফায় ঋণ পরিশোধ করা হয় তাহলে প্রত্যেক দফা পরিশোধের সময় ঐ দিনের মূল্য গ্রহণে উভয়ে সম্মত হতে সমস্যা নেই। কারণ এটি মুদ্রা বনিমিয়ে প্রক্রিয়ায় বলিম্ব হওয়া থেকে মুক্ত।



এ মাসয়ালায় আলমেরা যা বলছেন তার কিছু নমিনে উল্লেখ করা হলো:

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘আমি একজন মানুষ থেকে ফরাসি মুদ্রায় কিছু ঋণ নিয়েছিলাম এই শর্তে যে আমি ফ্রান্সে গেলে তাকে পরিশোধ করে দি। কিন্তু আলজেরিয়ায় আসার পর সে আমাকে অতিরিক্তসহ আলজেরিয়ান দরিহামে পরিশোধ করতে বলে। এর হুকুম কী?

তারা উত্তর দয়ে: আপন আলজেরিয়ায় অনুরূপ ফরাসি মুদ্রায় অথবা পরিশোধের দিনে ঐ মুদ্রার বনিমিয় মূল্যে আলজেরিয়ান মুদ্রা প্রদান করতে পারবেন। এমনটি আপনার জন্য জায়গে। তবে আপনারা পৃথক হওয়ার আগই হস্তান্তর হতে হবে।’[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ (১৪/১৪৩)]

তাদেরকে (১৪/১৪৪) আরও জিজ্ঞাসা করা হয়: এক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করে কয়কে মাস পরে অন্য মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করার হুকুম কী? ঋণের এ সময়কালরে মধ্যে মুদ্রার মূল্যে তারতম্য হতে পারে।

তারা উত্তর দয়ে: ‘যদি কোনও ব্যক্তি মুনাফা দায়ের শর্ত দায়ো ছাড়া মুদ্রা ঋণ নিয়ে অথবা ঋণ পরিশোধের সময় পরিশোধের দিনে মূল্যে অন্য মুদ্রা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে যার মধ্যে ঋণদাতার জন্য উপকারবহন কোন শর্ত না থাকে তাহলে এটি জায়গে। কারণ এতে মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রয়োজন পূরণ অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে যদি ঋণের সাথে মুনাফা দায়ের শর্ত করে অথবা এই মুদ্রার বনিমিয় ভিন্ন মুদ্রা প্রদানের শর্ত করে কথিবা ঋণদাতার কোন উপকার করার শর্ত করে তাহলে সটে হারাম হবে। কারণ এটি কুরআন-সুন্নাহ ও আলমেদের ইজমার ভিত্তিতে হারাম সুদরে অন্তর্ভুক্ত।’[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আমার এক আত্মীয় কায়রোতে থাকেন। তিনি আমার কাছে ২৫০০ মশিরী পাউন্ড ঋণ চেয়েছিলেন। আমি তাকে ২০০০ ডলার পাঠিয়েছিলাম। ঐ ডলার বকির করি তিনি ২৪৯০ মশিরী পাউন্ড পয়েছিলেন। এখন তিনি ঋণ পরিশোধ করতে চান। উল্লেখ্য, পরিশোধের সময় ও ধরন নিয়ে আমরা কোন আলাপ করিনি। প্রশ্ন হলো: আমি কি তার কাছ থেকে ২৪৯০ মশিরী পাউন্ড নবি যার বর্তমান মূল্য ১৮০০ আমেরিকান ডলার (আমি তাকে ডলারে যা দিয়েছি তার চেয়ে পরিমাণে কম); নাকি আমি ২০০০ ডলারই তার কাছ থেকে নবি? উল্লেখ্য, ২০০০ ডলার নলি তাকে প্রায় ২৮০০ মশিরী পাউন্ড দিয়ে এ ডলার কনিত হবে (অর্থাৎ সে যে মূল্য পয়েছিল তার চেয়ে ৩০০ মশিরী পাউন্ড বেশি দিয়ে কনিত হবে)?

তিনি উত্তর দেন: “তার দায়িত্ব হলো আপনি তাকে যে ডলার ঋণ প্রদান করছেন তিনি আপনাকে সটেই ফরিয়ে দিবেন। কেননা আপনার কাছ থেকে তিনি ডলারই ঋণ নিয়েছেন। কিন্তু যদি আপনারা দুজনে সম্মত হন যে তিনি আপনাকে মশিরী পাউন্ডে পরিশোধ করবেন, তাহলে সমস্যা নই। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা বাকী’ বা নাকী’তে (স্থানরে নাম) দরিহামের বনিমিয় উট বকির করতাম। এর বদলে আমরা দীনার নতিম। আবার দীনারে বকির করি এর বদলে আমরা



দরিহাম নতিম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “পরশিোধরে দনিরে বাজারদরে নতি কনোনা সমস্যা নহে। তবে শরত হলো তোমরা এমন অবস্থায় পৃথক হবে না যে তোমাদের মধ্যে কিছু বাকিরিয়ে গেছে।” এটি এক মুদ্রাকে ভিন্ন মুদ্রার বনিমিয়ে বক্রি করা, যা স্বর্ণকে রৌপ্যের বনিমিয়ে বক্রি করার সদৃশ। যদি আপনি ও তিনি এই মর্মে একমত হন যে এই ডলারের বদলে তিনি আপনাকে মশিরী পাউন্ড দবিনে এবং শরত হবে মুদ্রা পরবর্তনরে চুক্তি করার সময়ের মূল্য অনুযায়ী প্রাপ্য পাউন্ডের চয়ে বশে পাউন্ড আপনি দবিনে না; তাহলে এতে কনোনা আপত্তি নহে। উদাহরণস্বরূপ যদি ২০০০ ডলারের মূল্য এখন হয় ২৮০০ পাউন্ড তাহলে আপনি তার কাছ থেকে ৩০০০ পাউন্ড নতি পারবনে না। তবে আপনি ২৮০০ পাউন্ড নতি পারবনে। আবার তার কাছ থেকে শুধু ২০০০ ডলারও নতি পারবনে। অর্থাৎ আপনি সদিনের মূল্যে অথবা তার চয়ে কম মূল্যে সটেনতি পারবনে। এর চয়ে বশে নতি পারবনে না। কারণ আপনি যদি বশেনিনে তাহলে এমন কিছু থেকে লাভ করলনে যার লোকসানরে ঝুঁকি আপনি নেননি। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লাভ নষিদ্ধ করছেন যার লোকসানরে ঝুঁকি গ্রহীত হয়নি। আর যদি আপনি এর চয়ে কম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনি আপনার কিছু অধিকার গ্রহণ করলনে এবং বাকটুকুতে তাকে ছাড় দলিনে। এতে কনোনা সমস্যা নহে।”[ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ (২/১৪৪) থেকে সমাপ্ত]

দখুন (23388) ও (12541) নং প্রশ্ন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।